করোনা রোগিদের জন্য বিশুদ্ধ পানি পাঠালেন এসপি জাহিদ

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসারত রোগিদের জন্য ৭৪৪ বোতল বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করেছেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

মঙ্গলবার বিকালে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফহাসান রোগিদের পক্ষে পুলিশ সুপারের উপহার গ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের পরিদর্শক (আরআই) আহম্মদ আলী জানান, ‘পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই করোনা আক্রান্ত রোগি ও দরিদ্র মানুষের সহযোগিতায় কাজ করে আসছেন। তাঁর নির্দেশেই আমি সিভিল সার্জনের কাছে রোগিদের জন্য পুলিশ সুপারের উপহার পৌঁছে দিয়েছি।’

ডসভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা রোগিদের জন্য পুলিশ সুপারের উপহার আমাদের হাতে এসেছে। আমরা করোনা ওয়ার্ডে তা পৌঁছে দিয়েছি।’

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমি প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসেবে সবসময় চিন্তা করি কিভাবে মানুষের মঙ্গল সাধন করা যায়। সেই চিন্তা থেকেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।’

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৭ জনের জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি বাজারে সরকারি আদেশ না মেনে মাস্কবিহীন বাজারে চলাফেরা করার অপরাধে ৭ জনকে ২ হাজার ৮ শ টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মহিউদ্দিন।

গতকাল বেলা দুইটার দিকে ডুগডুগি বাজারে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

সরকারি আদেশ অমান্য করে মাস্ক না ব্যবহার করার অপরাধে ১৮৬০ সালের ১৮৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ডুগডুগি গ্রামের মাসুদ রানাকে ৫ শ টাকা, মদনা গ্রামের তোতা মিয়াকে ৫ শ টাকা, নাসিরকে ৩ শ টাকা, রানাকে ৫ শ টাকা, জয়রামপুর কাঁঠালতলায় শুভদ্রেব কুমার দাশ, শ্রী কুমার দাশ, পরিতোষ কুমারকে এক হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ওনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. এহিউদ্দিন।

দর্শনায় মাদ্রাসাছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক আটক

দর্শনা ডিএস ফাজিল মাদ্রাসায় পড়াশোনা ৫ ক্লাস। এর মধ্যে ২ বছরের প্রেম, বিয়ের স্বপ্নে বাড়ি ছাড়া, অবশেষে ধর্ষণ। অবাক হলেও সত্য এমন ঘটনা ঘটেছে দর্শনা পরানপুর রিফিউজি কলোনীপাড়ায়। বিয়ের প্রলোভনে ৫ম শ্রেণির এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে।

এ অভিযোগের ভিত্তিতে দর্শনা থানার পুলিশ অভিযুক্ত রাজাবুল হোসেন (১৯) নামের এক যুবককে আটক করে জেলহাজতে প্রেরণ করেছে।

জানা গেছে, দর্শনা পৌর এলাকার পরানপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাজাবুলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে একই গ্রামের রিফিউজ কলোনীপাড়ার দর্শনা ডিএস ফাজিল মাদ্রাসার ৫ম শ্রেণির এক ছাত্রীর। এ সম্পর্কের জেরে গত রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজাবুল ওই ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মোবাইলে ডেকে নেয় তার বাড়িতে।

এদিকে, ওই ছাত্রীর মা হঠাৎ করে মেয়েকে ঘরে না দেখে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজেন গভীর রাত পর্যন্ত। পরে বিষয়টি

জানাজানি হলে রাজাবুল তার বাড়ি থেকে কৌশলে ওই ছাত্রীর নিজ বাড়ি রিফিউজি কোলনীতে ফেরত দিয়ে যায়।

বিষয়টি দর্শনা পুলিশের কাছে ওই ছাত্রীর মা বাদী হয়ে একটি ধর্ষণ মামলা করেন। পরে গতকাল পুলিশের অভিযানে অভিযুক্ত রাজাবুলকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান কাজল জানান, এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর মা বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। এ মামলার ভিত্তিতে অভিযুক্ত আসামিকে আটক করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফল না আসা পর্যন্ত ঠিকভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

দামুড়হুদার মোক্তারপুরে সংঘর্ষে নারীসহ দুজন আহত, পাল্টাপাল্টি মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুরে জমি-জমা নিয়ে সংঘর্ষে নারীসহ দুইপক্ষের দুজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক পক্ষের দুজন আসামিকে আটক করে থানার পুলিশ। দামুড়হুদা মডেল থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন- মোক্তারপুর গ্রামের জালাল উদ্দীনের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৩৩) ও উত্তর চাঁদপুরের মোস্তাকের স্ত্রী সাথী খাতুন (২৫)।

আটককৃতরা হলেন- উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে আব্দুর আলিম (৫২) ও একই গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে আব্দুল আজিজ (৫৫)।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে উত্তর চাঁদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় মোক্তারপুর গ্রামের আব্দুল জালাল বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে আব্দুল আলীম, আব্দুল আজিজ, আব্দুল হালিম, আব্দুল আজিজের ছেলে হাসান আলী, মোস্তাক আলী ও আব্দুল আলিমের ছেলে মামুনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

অপর পক্ষের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের আব্বস বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মোক্তারপুর গ্রামের আব্দুলের ছেলে শফিকুল ইসলাম, সামাদ, হাফিজ, মিনারুর, রাজ্জাকের ছেলে নুহুনবী, নবীর ছেলে বাবু, জালালের ছেলে রফিকুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় সবজি চাষে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের সাফল্য

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে সবজি চাষে পুলিশ সদস্যদের সাফল্য এসেছে। কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে পতিত জমিতে মৌসুমি সবজির চাষে সফলতা পেয়েছেন পুলিশ সদস্যরা। আর চাষ করা এসব সবজি দিয়েই চাহিদা মিটছে তাদের।

কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির আইসি এসআই আতিকুর রহমান জুয়েল বলেন, অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের নিয়ে চাষ করেছি বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি। এমন উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অন্য পুলিশ সদস্যরা। পুলিশের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি চাষ করা সবজির পরিচর্যাও করে থাকি আমরা।

মূলত ফাঁড়ির পতিত জমিকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সবজির চাষকে বেছে নেওয়া হয়। এছাড়াও চাষ করা বিষমুক্ত সবজি পুলিশ সদস্যদের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করছে। যখন যে সুযোগ পাচ্ছি ঠিক তখনই এই সবজির বাগানের পরিচর্যায় সময় দিচ্ছি। আর বাগানটি দেখভাল করে থাকে আবু তালেব। তিনি বাগানে প্রচুর সময় দেই। সঠিকভাবে পরিচর্যা করার

কারণে ফলনও বেশ ভালো হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ফাঁড়িতে সুসজ্জিত সবজির বাগানের বিভিন্ন অংশে চাষ করা হয়েছে পেঁপে, বেগুন, ঢেঁড়স, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, ঝাল, লেবু, লালশাক, কলমিশাকসহ নানা রকমের শাক-সবজির। নিয়মিত পরিচর্যা করার ফলে এসব সবজির ফলন বেশ ভালো হয়েছে।

সময় অনুযায়ী বিভিন্ন পুলিশ সদস্য এই সবজির বাগান পরিচর্যা করে থাকেন। এ বাগানে সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ ধরণের সবজির চাষ রয়েছে। এএসআই রওশন আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কোন স্থান যাতে পতিত না থাকে সেই চিন্তা থেকেই ফাঁড়ির পতিত জমিতে শাক-সবজির চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা।

আমাদের সুবিধামতো সময়ে চাষ করা সবজিগুলোর পরিচর্যা করে থাকি। এখানকার উৎপাদিত সবজি আমাদের ম্যাচে রাস্তা হয়ে থাকে। এসব সবজি চাষের ব্যাপারে কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। মূলত ফাঁড়িতে এসআই মেজবাহুর রহমান থাকা কালিন সময়ে তিনি এই শাক – সবজি চাষের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টায় এই বাগানটি হয়েছে।

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংক দলিল লেখক বুলবুল

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংকের নাম দলিল লেখক বুলবুল। তিনি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অফিসে পরিচিত। তিনি অফিসের কোন সরকারি স্টাফ নন। শুধু সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের খুব কাছের লোক তিনি।

দলিল লেখক হয়েও বুলবুলের ইঙ্গিতে কার দলিলে কত টাকা নেওয়া হবে, কার দলিল আগে রেজিস্ট্রি হবে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অল্প বয়সী এই বুলবুলের সামনে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ দলিল লেখকদেরও কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রচণ্ড ভয়ে সবাই তাকে বড় বাবু বলেও

সন্মোধন করে থাকে।

সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় মামুন বাবরের যোগদানের পর থেকে ছিন্নমূল থেকে উঠে আসা দলিল লেখক বুলবুল সাব-রেজিস্ট্রারের সুনজরে পড়ে যান। তিনি দলিল লেখা বাদ দিয়ে মামুন বাবরের সেরেস্তার পাশে তার জায়গা হয়। আর এতেই গত তিন বছরে বুলবুল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বনে যান। গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন আলমডাঙ্গা শহরে। কিনে ফেলেন আনন্দধাম প্রধান সড়কের পাশ ঘেষে একটি বাড়ি।

অফিস সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে দলিল প্রতি নানা অজুহাতে যে অবৈধ হাজার হাজার টাকা দিতে হয় তা মামুন বাবর নিজে হাতে নেন না। টাকা নেন বুলবুল। অনেকের মতে, বুলবুল দিনভর নিজের পকেটে ভরা সেই টাকার ঠিক হিসেবও দেন না। নিজের কাছেও একটি অংশ রেখে দেন। আবার সন্ধ্যার পর অফিস শেষে অবৈধ আয়ের আরও একটি অংশ পান তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন দলিল লেখক জানান, গত তিন বছরে বুলবুল কাড়ি কাড়ি টাকা পকেটে ভরেছে। কিন্ত সেই অবৈধ টাকা নিয়ে অফিসের কেউ আপত্তি না তুললেও বুলবুলের হুমকি-ধামকি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। দলিল প্রতি অবৈধ টাকা দিতে কেউ একটু কমবেশী করলে তিনি তার দলিল রেজিস্ট্রি করা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

এরপর দিনভর বুলবুলের পেছনে ঘুরে ঘুরে দাবি অনুযায়ী টাকা দিয়ে সন্ধ্যা বাদে দলিল রেজিস্ট্রি করাতে হয়। এর হেরফের হলেই দলিল লেখকদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিয়ে থাকেন বুলবুল। বুলবুলের অত্যাচার আতংক ছড়িয়ে রেখেছে পুরো সাব-রেজিস্ট্রি অফিসজুড়ে।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা ও দলিল লেখক বুলবুলের সীমাহীন অত্যাচারের বর্নণা শুনে এর সমাধানে এগিয়ে আসেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। উপজেলার এই সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার উদ্যেগকেও আমলে নেননি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর।

সপ্তাহ পার হলেও তিনি সকালের অফিস দুপুরে আবার কখনও বিকেলে আসা বাদ দেননি। উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার বেজায় নাখোশ হয়েছেন মামুন বাবরের ওপর। তারা আইনী পথেই হাটছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, “মামুন বাবরকে

আলমডাঙ্গায় চাকুরী করতে হলে সকালের অফিস সকালেই করতে হবে। আর তা না হলে তাকে আলমডাঙ্গা ছাড়তে হবে।”

চুয়াডাঙ্গায় চাল আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় জেহালা ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত চাল আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে জেহালা ইউনিয়নবাসী।

সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বরদের বিরুদ্ধে সরকারি ভিজিডি’র চাল আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে একটি মহল। আসলে তা সত্য নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ইউনিয়ন পরিষদের ইমেজ নষ্ট করতে এমন প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। এছাড়া যে পরিমাণ চালের হিসাব দেখিয়ে ভিত্তিহীন তথ্য ছড়ানো হচ্ছে সেটাও হাস্যকর।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেহালা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে আমার ইমেজ নষ্ট করতে আমার প্রতিপক্ষ একটি পক্ষ এমন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।

সরকারি বরাদ্দকৃত চাল নির্দেশনা অনুযায়ী বণ্টন করা হয়েছে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের তদন্তের দাবীও জানান তিনি।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য রাখেন, ইউপি সদস্য শ্রী যোগেন্দ্র নাথ দেব, আলমগীর কবির ও আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

# [redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

আহসান আলী মৃধা (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তিনি সোমবার সকালে যশোর সিএমএইচ‘এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন।

সোমবার দুপুরে নিহতের লাশ আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে আনা হয়। এখানে জেলা পুলিশের একটি চৌকশ দল তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর স্থানীয় প্রশাসন ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে দারুস সালাম কবরস্থানে তামে সমাহিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, সহকারী কমিশনার (ভুমি) হুমায়ুন কবীর, থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের মৌলানা ওমর ফারুক।

মৃত্যুকালে আহসান মৃধার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের জাতীয় শোক দিবস পালন

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু’র ৪৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। গতকাল ১৬ আগস্ট বিকেলে হারদী মীর সামসুল আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা শাহানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু। তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট দেশের কিছু মীর জাফর বিশ্বাস ঘাতক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এখনও সেই বিশ্বাস ঘাতকরা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সচেতন হতে হবে।

আওয়ামী লীগের সভনেত্রী প্রধান মন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। সেদিক মাথায় রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কান্ডারী নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।
আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপনের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুবলীগ সাবেক নেতা মাসুদ মোস্তাফিজ, জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাকু, আজাদ ও শুভ।

স্বাগত বক্তব্য রাখে উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা ইসতিয়াজ মিজান নিপ্পন, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ, যুবলীগ নেতা শেখ শাহিনুর রহমান, হারুন- অর-রশিদ, হিরোক মেম্বার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা রুবেল, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।